ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

২ নভেম্বর ২০২৫

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

(গণমাধ্যম সূত্র অনুযায়ি উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদিত)

মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৩নং আইন) রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

গণমাধ্যম সূত্রে প্রাপ্ত উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন যেসকল সুপারিশ ও মতামত প্রদান করেছে, তার অনেকগুলোই প্রশংসনীয়ভাবে অনুমোদিত খসড়ায় প্রতিফলিত হয়েছে বিধায় কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষ প্রকাশ করছে টিআইবি। পাশাপাশি অধ্যাদেশটির নিম্নোক্ত ধারাসমূহ পুর্নবিবেচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করার জন্য টিআইবি বিনীত আহবান জানাচ্ছে।

টিআইবি'র পর্যালোচনা ও সুপারিশ

ক্রম	অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
১.	**৫। কমিশন গঠন।** (১) চেয়ারপার্সন ও ছয়জন কমিশনার সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে। (২) কমিশনের চেয়ারপার্সন ও চারজন কমিশনার সার্বক্ষণিক হইবেন এবং অবশিষ্ট দুইজন কমিশনার খণ্ডকালীন হইবেন। (৩) কমিশনারগণের মধ্যে কমপক্ষে একজন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সদস্য হইবেন। (৪) কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে এবং কমিশনারগণের মধ্যে কমপক্ষে দুইজন নারী হইবেন। (৫) চেয়ারপার্সন কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।	**পর্যবেক্ষণ:** ১. কমিশনারগণের মধ্যে চারজন 'সার্বক্ষণিক' ও দুই জন 'খণ্ডকালীন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে 'সার্বক্ষণিক' বা 'খন্ডকালীন' এই ধরনের বিভাজন তৈরির ফলে কমিশনারগণ কর্তৃক তাদের পদমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি অঙ্গীকার, দায়িত্বপালন, এখতিয়ারের প্রয়োগ বা মতামত ও নির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ক্ষমতা চর্চার দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে লক্ষ করা গেছে। যা কমিশনের জন্মলগ্ন থেকে অকার্যকরতার অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত। ২. গ্লোবাল অ্যাসোসিয়েশন অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনের (GANHRI) মতে কমিশনের সকল সদস্যকে সার্বক্ষণিক নিয়োগ প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। এতে করে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত হবে। একই সাথে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা, যথাযথ মাত্রায় ব্যবস্থাপনা ও দিকনির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত হবে। এছাড়া স্বার্থের সংঘাতের ঝুঁকিও হ্রাস করবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী নির্ধারণ (বেতন, ভাতা, পদমর্যাদার সমতা, সুযোগ-সুবিধাসহ) কমিশনের সদস্যদের কার্যক্রম পরিচালনার স্বাধীনতা ও শুদ্ধাচার চর্চাকে সুদৃঢ় ও কার্যকর করতে সহায়তা করে। **সুপারিশ:** কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং সকল কমিশনার সার্বক্ষণিক/পূর্ণকালীন হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। এবং সকল কমিশনারগণের বেতন-ভাতা বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে।
২.	**৬। চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি।** (১) রাষ্ট্রপতি, বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে, কমিশনের চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণকে নিয়োগ করিবেন।	**সুপারিশ:** ১. এই ধারায় চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও উপযুক্ততার শর্ত আরও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। যেমন: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি উল্লেখ করে দিতে হবে। একই সাথে যোগ্যতা হিসেবে 'পেশাগত জীবনে দলনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার রক্ষা, সততা ও

ক্রম	অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
	(২) আইন, বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসুরক্ষা, সমাজসেবা, মানবকল্যাণ, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের এক বা একাধিক বিষয়সহ মানবাধিকারের উন্নয়ন বা বাস্তবায়নে অন্যূন ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিযুক্ত হইবেন। (৩) কোনো ব্যক্তি কমিশনার পদে নিয়োগ লাভে অযোগ্য হইবেন, যদি- (ক) তিনি ঋণখেলাপী সাব্যস্ত বা দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি না পাইয়া থাকেন; (খ) তিনি সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত পদাধিকারী, কোনো রাজনৈতিক দলের পদাধিকারী বা সরকারি কর্মচারী হন এবং কমিশনের চেয়ারপার্সন বা কমিশনার পদে মনোনীত হইলে উক্ত পদ হইতে পদত্যাগ করিবার অঙ্গীকার না করেন; অথবা (গ) তিনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হন এবং চেয়ারপার্সন বা সার্বক্ষণিক কমিশনার পদে মনোনীত হইলে। উক্ত চাকুরি হইতে পদত্যাগের অঙ্গীকার না করেন। (৪) কমিশনের চেয়ারপার্সন ও কমিশনার পদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে বাছাই কমিটি উপ-ধারা (২) ও (৩) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহের অতিরিক্ত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে:- (ক) প্রার্থীর নাগরিকত্ব, তাহাকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে; (খ) কোনো ফৌজদারি মামলা বা কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থায় প্রার্থীর দণ্ড সম্পর্কিত তথ্য; এবং (গ) বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়। (৫) কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং কমিশনারগণ অনধিক চার বৎসর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন:	শুদ্ধাচার পালনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হবে' এমন উপ-ধারা যুক্ত করতে হবে।
৩.	**৭। বাছাই কমিটি।** (১) চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সাত জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:- (ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপীল বিভাগের একজন বিচারক, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন; (খ) জাতীয় সংসদের দুইজন সংসদ-সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকারি দল কর্তৃক এবং অন্যজন বিরোধী দল কর্তৃক মনোনীত হইবেন; (গ) বাংলাদেশের স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ও মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন	**পর্যবেক্ষণ:** ১. মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন নাগরিক প্রতিনিধি এবং 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতি কীভাবে বা কোন প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দিবেন তা ৭ (১) (ঘ ও চ) উপ-ধারায় সুস্পষ্ট করা হয়নি। ২. বাছাই কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাবমুক্ত ব্যক্তিকে বিবেচনা করা হবে সে বিষয় সুস্পষ্ট করা হয়নি। **সুপারিশ:**

২ নভেম্বর ২০২৫

ক্রম	অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
	একজন অধ্যাপক, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত হইবেন; (ঘ) মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন নাগরিক প্রতিনিধি, যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন; (ঙ) জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি বা তাহার মনোনীত মানবাধিকার বিষয়ে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সাংবাদিক প্রতিনিধি; এবং (চ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্য হইতে তাহাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধি, যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন।	১. ধারা ৭ (১) (গ, ঘ, ঙ,চ) এই ধারাসমূহে উল্লিখিত বাছাই কমিটির সকল সদস্যের ক্ষেত্রে 'দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত' শব্দগুলো যুক্ত করতে হবে। ২. ধারা ৭ (১) ঘ সংশোধন করে এভাবে লিখতে হবে "রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন পর্যায়ের নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার ফোরাম বা প্লাটফর্ম থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক বা একাধিক সংখ্যক মানবাধিকার কর্মী বা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির নাম আহবান করবেন এবং তাদের মধ্য থেকে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একজনকে মনোনীত করবেন।" ৩. ধারা ৭ (১) (ঙ) উপধারাটি সংশোধন করে 'জাতীয় প্রেসক্লাব কর্তৃক মনোনীত দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত মানবাধিকার বিষয়ে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সাংবাদিক প্রতিনিধি' এভাবে লিখতে হবে; ৪. ধারা ৭ (১) চ - উপধারাটি সংশোধন করে এভাবে লিখতে হবে "রাষ্ট্রপতি 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী'/আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন ফোরাম বা প্লাটফর্ম থেকে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী'/আদিবাসী বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর এক বা একাধিক সংখ্যক প্রতিনিধির নাম আহবান করবেন এবং তাদের মধ্য থেকে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একজনকে মনোনীত করবেন।"
৪.	**৮। চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিয়োগ বিষয়ক সুপারিশ।** কমিশনের চেয়ারপার্সন ও কমিশনার পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে, এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, বাছাই কমিটি- (ক) গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্ত বা মনোনয়ন আহ্বান করিবে; ইহা ছাড়াও উহার বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় তথ্য নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করিতে পারিবে; (খ) দাখিলকৃত দরখাস্ত ও মনোনয়নসমূহ এবং নিজ উদ্যোগে সংগৃহীত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করিবে; (গ) উক্তরূপ যাচাই-বাছাইপূর্বক বাছাই কমিটির বিবেচনায় যোগ্য প্রার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিবে; (ঘ) দফা (গ) এ উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিবে; এবং (ঙ) উপরি-উক্ত কার্যধারা সমাপ্তির পর নিয়োগযোগ্য চেয়ারপার্সন বা কমিশনারের প্রতিটি পদের বিপরীতে একজন প্রার্থীর নামসহ একটি তালিকা সুপারিশ আকারে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবে।	**পর্যবেক্ষণ:** স্বাধীন ও কার্যকরভাবে মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করতে এবং জনগণের আস্থা অর্জন করতে একটি স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত প্রক্রিয়ায় যোগ্য ও উপযুক্ত চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিয়োগ নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়। এই ধারায় বাছাই প্রক্রিয়া অর্থাৎ দাখিলকৃত দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব-নির্ধারিত নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ড, প্রার্থীদের প্রাথমিক বাছাইকৃত সংক্ষিপ্ত তালিকা, রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশকৃত তালিকা ইত্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্য-বাধকতা নিশ্চিত করা হয়নি। যা নিয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাত, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, দলীয় প্রভাব ইত্যাদি ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। **সুপারিশ:** ধারা ৮-এ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে একটি উপ-ধারা যুক্ত করতে হবে। যেখানে দাখিলকৃত দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ের নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ড, নাম-পরিচয়সহ প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা, এবং রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয়সহ তালিকা ইত্যাদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে।
৫.	**১৩। কমিশনের কার্যাবলী।** -কমিশন নিম্নবর্ণিত সকল বা যেকোনো কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা:- **ধারা ১৩ (চ)** মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তের জন্য চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা;	**সুপারিশ:** কীভাবে বা কোন প্রক্রিয়ায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা সুস্পষ্ট করতে হবে। যেমন, মানবাধিকার কমিশন নিজেই চিকিৎসা প্রদান বা পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে বা

ক্রম	অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
		এসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করবে তা সুস্পষ্ট করতে হবে।
৬.	**১৩।** (ছ) কারাগার ও হাজতখানাসহ যেকোনো আটককেন্দ্র, নিরাপত্তা হেফাজত, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র কিংবা চিকিৎসা বা ভিন্নরূপ কল্যাণার্থে মানুষকে অন্তরীণ রাখা হয় এমন কোনো স্থানের বাসিন্দাদের বসবাসের অবস্থা পরিদর্শন করা এবং এইরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা;	**সুপারিশ:** এই উপধারা সাথে যুক্ত করতে হবে- 'সকল গোয়েন্দা সংস্থা ও সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য আটকস্থল, যেখানে গুমসহ বিভিন্ন নির্যাতনের জন্য আটককৃত ব্যক্তিদের রাখার সম্ভাবনা রয়েছে এমন স্থানসমূহের অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও তদন্ত করা এবং এইরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা। তবে এসকল স্থান আইনবহির্ভূত হলে তা বন্ধ করা ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা।
৭.	**ধারা ১৩ (জ)** মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধান বা আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং উহাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা;	**সুপারিশ:** এই ধারার সাথে এই বাক্যটি যুক্ত করতে হবে- "অথবা এমন কোনো আইন, যার বিধানসমূহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানবাধিকার সংরক্ষণের পরিপন্থি তা পর্যালোচনা করা এবং সংশোধনের সুপারিশ করা।"
৮.	**ধারা ১৩ (ত)** মানবাধিকার সংরক্ষণে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (Human rights defenders) হয়রানি থেকে সুরক্ষা প্রদান করা এবং মানবাধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণভাবে নাগরিকদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা;	**সুপারিশ:** একই সাথে মানবাধিকার সংরক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ে মানবাধিকার কমিশন সুশিল সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনের পরামর্শ গ্রহণ করবে।- এই ধারায় এই কথাটি যুক্ত করতে হবে।
৯.	**ধারা ১৩ (দ)** মানবাধিকার বিষয়ে বে-সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের প্রচেষ্টাকে উৎসাহ প্রদান এবং উক্ত রূপ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয় করা;	**সুপারিশ:** কীভাবে বেসরকারি সংস্থাকে উৎসাহ প্রদান করা হবে সেটা দৃষ্টান্তসহ সুস্পষ্ট করতে হবে। যেমন, বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিশনের পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রচারণা, সচেতনতামূলক কার্যক্রম ইত্যাদি) পরিচালনার বিধান যুক্ত করতে হবে।
১০.	**ধারা ১৩ (ফ)** মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্যসহ সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;	**সুপারিশ:** ধারা ১৩ (ফ) -এর প্রস্তাবিত ধারার বদলে এভাবে লিখতে হবে 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সেনাবাহিনী ও সকল গোয়েন্দা ও অন্যান্য নজরদারি সংস্থার সদস্যসহ সরকারি কর্মচারীদের মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা'।
১১.	**১৪। অন্য আইনের দায়িত্ব পালনে এই অধ্যাদেশ প্রতিবন্ধক হইবে না।-** অন্য আইনে কমিশনের উপর কোনো দায়িত্ব বা ক্ষমতা অর্পণ করা হইলে এবং উক্ত দায়িত্ব বা ক্ষমতা প্রয়োগে বিশেষ কার্যধারা বলা হইলে এই অধ্যাদেশের কোনো বিধান উক্ত দায়িত্ব বা ক্ষমতা প্রয়োগে বা উক্ত বিশেষ কার্যধারা অনুসরণ করার পথে বাধা হইবে না বা কমিশনের ক্ষমতাকে সীমিত করিবে না।	**সুপারিশ:** এই ধারার সাথে "মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে অন্য কোনো আইন এই অধ্যাদেশের সাথে সাংঘর্ষিক হলে এই অধ্যাদেশ প্রাধান্য পাবে।" এই বাক্যটি যুক্ত করতে হবে।
১২.	**১৬। অভিযোগ, অনুসন্ধান, তদন্ত ও নিষ্পত্তি।-**(১) এই অধ্যাদেশের অধীন মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা সম্পর্কে কমিশন নিম্নবর্ণিত উপায়ে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান, তদন্ত ও নিষ্পত্তি করিবে- (ক) মানবাধিকার লংঘন বা লংঘনের প্ররোচনা সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কমিশনের নিকট অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন এবং অভিযোগ দাখিলের জন্য কোনো প্রকার ফি প্রদেয় হইবে না।	**সুপারিশ:** এই ধারা সংশোধন করে এভাবে লিখতে হবে "মানবাধিকার লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের প্ররোচনা সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কমিশনের নিকট মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী বা লঙ্ঘনের প্ররোচনাকারী ব্যক্তি, গোষ্ঠী, অথবা কোনো সরকারি সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করতে পারবে এবং অভিযোগ দাখিলের জন্য কোনো প্রকার ফি প্রদেয় হইবে না।"

ক্রম	অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
১৩.	ধারা ১৬ (ঙ) অভিযোগ বা তথ্যের প্রাথমিক সত্যতা নিরূপণে কমিশন অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা না পাওয়া গেলে কমিশন অভিযোগটি নথিজাত করিবে; যেক্ষেত্রে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা সম্পর্কে কমিশন সন্তুষ্ট, সেইক্ষেত্রে একজন তদন্তকারী নিযুক্ত করিয়া তদন্তের আদেশ প্রদান করিবে:	**সুপারিশ:** সকল অভিযোগ ও তথ্যের প্রাথমিক অনুসন্ধান বাধ্যতামূলক করা উচিত হবে না। আমলযোগ্য অভিযোগ থাকলে সরাসরি তদন্তের আদেশ প্রযোজ্য হবে।
১৪.	ধারা ১৬ (জ) দাখিলি তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজন মনে করিলে কমিশন অন্য কোনো তদন্তকারী নিযুক্ত করিয়া অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ দিতে পারিবে।	**সুপারিশ:** উপধারা ১৬ (জ)-এর সাথে "এক্ষেত্রে কী কারণে অধিকতর তদন্ত করা হচ্ছে তা নথীভুক্ত করে সংরক্ষণ করতে হবে।" -এই কথাটি যুক্ত করে দিতে হবে।
১৫.	**১৭। মধ্যস্থতা ও সমঝোতা।**-(১) ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অভিযোগ চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইবার আগে যেকোনো পর্যায়ে উভয়পক্ষ যদি অভিযোগের বিষয়টি সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতে আগ্রহী হয় এবং বিষয়টি প্রচলিত আইন অনুসারে আপসঅযোগ্য অপরাধ সম্পর্কিত না হয়, তাহা হইলে কমিশন অনুসন্ধান, তদন্ত বা প্রতিকার প্রদানের প্রক্রিয়া স্থগিত করিয়া বা ক্ষেত্রমতো চালু রাখিয়া বিষয়টি মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং উক্ত মধ্যস্থতা সফল না হইলে, যেক্ষেত্রে কার্যধারা স্থগিত রাখা হয়, সেক্ষেত্রে কার্যধারা যেই পর্যায়ে স্থগিত হইয়াছিল, সেই পর্যায় হইতে কার্যধারা পুনরায় আরম্ভ করিবে:	**পর্যবেক্ষণ:** মানবাধিকার লঙ্ঘন জনিত অপরাধ সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন অনুসারে আপসযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে। **সুপারিশ:** এক্ষেত্রে এই আইনে মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত কোন কোন অপরাধ 'আপোসযোগ্য অপরাধ' হিসেবে বিবেচিত হবে তা সংজ্ঞায়িত করতে হবে (**ধারা ২ সংজ্ঞা**)।
১৬.	ধারা ১৭ (২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মধ্যস্থতা বা সমঝোতার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে। (৩) মধ্যস্থতা ও সমঝোতাকারীর নিয়োগের পদ্ধতি এবং ক্ষমতা প্রবিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে। (৪) মীমাংসা কার্যকর করণার্থে কমিশন তৎকর্তৃক যথাযথ বিবেচিত ক্ষতিপূরণ বা ক্ষেত্রমতো জরিমানা প্রদানের নির্দেশসহ অন্যান্য নির্দেশ দিতে পারিবে।	**পর্যবেক্ষণ:** মধ্যস্থতাকারী বা সমঝোতাকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি জারি করে নিয়োগ পদ্ধতি ও ক্ষমতা নির্ধারণের কথা বলা হলেও মধ্যস্থতাকারী বা সমঝোতাকারীর দক্ষতা, যোগ্যতা, উপযুক্ততা ইত্যাদি বিষয় কীভাবে নির্ধারণ করা হবে তা বলা হয়নি। **সুপারিশ:** ধারা ১৭(৩)-এ "মধ্যস্থতাকারী বা সমঝোতাকারীর দক্ষতা, যোগ্যতা, উযুক্ততা প্রবিধি দ্বারা নির্ধারণ করা যাবে" বিষয়টি যুক্ত করতে হবে।
১৭.	**২৮। কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।** (১) কমিশনের একজন সচিব থাকিবে। (২) এই অধ্যাদেশের অধীন কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের মানবাধিকার সংরক্ষণমূলক কার্যক্রমে কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন বা মানবাধিকারের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিতে হইবে।	**সুপারিশ:** সচিবসহ কমিশনের সকল জনবল নিয়োগের ক্ষমতা কমিশনের হাতে থাকবে সেই বিষয়টি এই ধারায় সুস্পষ্ট করতে হবে। এছাড়া কমিশনের বা কমিশনের তদন্ত দলের কর্মকতা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, সক্ষমতা নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। একই সাথে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ও উন্মুক্ত-প্রক্রিয়ায় সচিবসহ কমিশনের সকল জনবল নিয়োগের বিধান এই ধারায় যুক্ত করতে হবে।

ক্রম	অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
	(৩) সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন, ভাতা, ছুটি, ভবিষ্য তহবিল, গ্র্যাচুইটি, পেনশন ও চাকরির অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং চাকরির অন্যান্য শর্তাদি প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।	
১৮.	**২৮**। (৪) সরকার, কমিশনের লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে এবং কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, প্রেষণে নিযুক্ত ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যা কমিশনের মোট জনবলের ৩০ (ত্রিশ) শতাংশের অধিক হইবে না এবং প্রেষণে নিযুক্তদের অন্যূন ৫০ শতাংশ বিচার কর্মবিভাগ হইতে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে, নিযুক্ত হইবে। ৩০। কমিশনের তদন্ত দল। - (১) কমিশনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশন এক বা একাধিক তদন্ত দল গঠন করিতে পারিবে। (২) কমিশনের লিখিত সুপারিশ ও মতামতের ভিত্তিতে সরকার প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কমিশনের তদন্ত দলে প্রেষণে নিয়োগ প্রদান করিতে এবং উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলি নির্ধারণ করিতে পারিবে।	**পর্যবেক্ষণ:** প্যারিস নীতিমালার একটি মৌলিক শর্ত হলো, মানবাধিকার কমিশনকে সরকারের হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে এবং তা স্বাধীন হিসেবে প্রতীয়মান হতে হবে। কমিশন বা কমিশনের তদন্ত দলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত 'যেকোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে' প্রেষণে নিয়োগ কমিশনের স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা বা প্রভাবমুক্ত বা সরকারি হস্তক্ষেপ মুক্ত তদন্ত কার্যক্রম নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। মানবাধিকার কমিশন যদি সরকার কর্তৃক নির্দেশিত প্রজাতন্ত্রের কর্মী গ্রহণে বাধ্য থাকে, তখন কমিশনের কার্যক্রম স্বাধীন ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হওয়ার সক্ষমতা সীমিত ও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। **সুপারিশ:** প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে কমিশনে বা কমিশনের তদন্ত দলে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে (সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ)। এবং এক্ষেত্রে কী কারণে কমিশন বা কমিশনের তদন্ত দলে সরকারী কর্মচারীদের প্রেষণে নিয়োগ করা হচ্ছে তা প্রকাশ করতে হবে। কোনো সরকারি কর্মচারীকে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের দ্বিমত থাকলে কমিশন এধরনের নিয়োগ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। এবং এই ধরনের পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াও সর্বদা সবার জন্য উন্মুক্ত, স্পষ্ট, স্বচ্ছ, যোগ্যতার ভিত্তিতে হতে হবে তা এই ধারায় যুক্ত করতে হবে।
১৯.	৩৫। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা।-(১) সরকার প্রতি অর্থ বৎসরের কমিশনের ব্যয়ের জন্য উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে; এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না এবং কমিশনের জন্য অনুমোদিত বাজেটে নির্ধারিত খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় অনুমোদনের ব্যাপারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হইবে। (২) এই ধারার বিধান দ্বারা সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহা-হিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।	**সুপারিশ:** এই ধারা থেকে তহবিল সংগ্রহে সরকারের অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা বাদ দিতে হবে; অর্থাৎ 'অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে' শব্দগুলো বাদ দিতে হবে।

ক্রম	অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত ধারা	টিআইবির পর্যালোচনা ও সুপারিশ
২০.	৩৬। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।-কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে। (২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন। (৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিশনের কোনো কমিশনার বা যেকোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সহিত উক্ত বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন।	**সুপারিশ:** ৩৬(২) নিরীক্ষা প্রতিবেদন চুড়ান্তকরণের পর অবিলম্বে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে-এই ধারাটি সংযুক্ত করতে হবে।
২১.	৪১। প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রবিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, কমিশন লিখিত আদেশ দ্বারা যে পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন, কমিশন উহার কার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।	**সুপারিশ:** প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ত করার বিধান এই ধারায় যুক্ত করতে হবে।